বায়োস্কোপ, বাংলাদেশ ও এরশাদের আহাজারি

ড. ফজলুল হক সৈকত

একসময় বাংলাদেশে শহরে-গঞ্জে-গ্রামে-স্টেশনে-স্টিমারে বায়োস্কোপ দেখার প্রচলন ছিল। দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা আর ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্থিরচিত্র দেখানো হতো এইসব বায়োস্কোপে। প্রদর্শকের ধারাবর্ণনা ছিল বড়োই চমৎকার। ঝুনঝুনি বাজিয়ে নেচে নেচে গানের সুরে সুরে ফিল্ম চালাতো বায়োস্কোপচালক। ছেলে-বুড়ো, ছুড়ি-বুড়ি সকলে এই সুলভ বিনোদন লাভ করে পুলকিতও হতো। তখন অবশ্য মিডিয়ার এতো তোড়জোর ছিল না। ওই সামান্য বিনোদনই ছিল আনন্দের যেনতেন ভরসা। বর্তমানে মিডিয়ার প্রবল প্রবাহের কালে নানান মানুষের আর চালচিত্রের চলমান ছবি দেখার সুযোগ চলে এসেছে একেবারে সকলের নাগালের মধ্যে। আর ছবির নায়ক-নায়িকাদের পাশাপাশি হাল আমলে যুক্ত হয়েছে রাজনীতির মাঠের কুশীলবদের ছবি ও কাহিনি। বর্তমান বাংলাদেশে রাজনীতির ছায়া ও ছবিতে আলোচিত-নিন্দিত, ভয়ানক বিতর্কিত এবং দারুণ রহস্যময় চলিত্র হলেন সাবেক স্বৈরশাসক-প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও আমৃত্যু চেয়ারম্যান জেনারেল হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি হাল আমলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটে যোগ দিয়ে একপ্রকারে সরকারের ভেতরেই রয়েছেন। তবে সরকারি সকল সুবিধা ও মাখন ভোগ করলেও, 'সরকারের সাথে নেই'- এমন আচরণ ও ভাবসাব প্রচার-প্রকাশে তৎপর রয়েছেন।

গত শতকের ৯০-এর গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে জেনারেল এরশাদের নয়বছরের অপশাসনের অবসান ঘটে। সেনাশাসক এরশাদকে ক্ষমতার আমুদে গদি থেকে টেনে নামানোর লড়াই-এ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ দেশের ডান-বামের সকল রাজনৈতিক দল সেদিন মাঠে ছিল। ডাক্তার মিলন আর নুর হোসেনরা প্রাণ দিয়েছিল স্বৈরাচারের পীঠে গণতন্ত্রের দগদগে দাগ আঁকবার জন্য। আপাতত হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতো খানিকটা পথও আমরা অতিক্রম করেছি বটে! কিন্তু, আমাদের কপাল খারাপ বলতে হবে; কেননা দুই দশক পার হতে না হতেই পাল্টে গেল বাংলাদেশের আন্দোলনের রাজনীতির ইতিহাস। স্বপ্নভঙ্গের দোলাচলে আবৃত হয়ে পড়ল গণতন্ত্রের অভিযাত্রা। ত্রিউদ্দীনের [ইয়াজউদ্দীন, ফখরুদ্দীন ও মইনউদ্দীন] ত্রিকাল-দর্শন-অভিজ্ঞ শাসনকালের বাঁকপথের অন্ধকার মোড়ে গণতন্ত্রের গাড়িতে চড়ে বসলেন পতিত শাসক এরশাদ। গণতন্ত্রের মানসকন্যা বলে পরিচিত এবং এরশাদ হটাও আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে আবারো ক্ষমতার মসনদে আসীন হলেন জনবিরোধী শাসক জেনারেল এরশাদ। অবশ্য ওই সোনালি [জেনারেলের জন্য] নির্বাচনের অব্যবহিত-পুর্বসময়ে বিএনপিতে যোগ দেবার জন্যও না-কি খানিকটা দেনদরবার করেছিলেন এই জেনারেল সাহেব। কিন্তু ৯০-পরবর্তী বিএনপি সরকারের দুটি [পাঁচ+পাঁচ = ১০ বছর] শাসনামলে খালেদার অনুকম্পা লাভ না করার অভিজ্ঞতাটি হয়তো তার মনে ছিল। কাজেই ঠিক ভরসা পেয়ে ওঠেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি 'আগের জন্মের বড়ো বোন'কে সময়মতো ঠিকই আবিষ্কার করে ফেললেন। এবং বন্যায় ভেসে যাবার আগে সময় বুঝে নৌকায় চড়েও বসলেন। কৌশলি রাজনীতি-অভিনেতা আর যাই হোক, এরশাদের দুরদর্শিতার তারিফ না করে পারা যায় না! আর সম্পন্ন সুবুদ্ধির ফল আজকালপরশু ভোগ করছেন তিনি। মামলা-হামলা-কারাগারের কোনো ভীতি এখন আর তাকে তাড়া করে না। বরং সারাদুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন ফুরফুরে মেজাজে। মাঝে মধ্যে মহাজোট তথা আওয়ালী লীগ বিরোধী লংমার্চ বা শর্টমার্চের 'শিখিয়ে-দেওয়া' কর্মসুচির প্রচার-প্রকাশও করছেন বেশ সাফল্যের সাথে।

বিদিশা অধ্যায়ের পর আর কোনো নারী বিষয়ক জটিলতায় পড়তে হয়নি সাবেক এই রাষ্ট্রপ্রধানকে। এর জন্য বোধকরি সবকিছুকে ছাড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বয়স নামক অপ্রতিরোধ্য মহাপ্রাচীর। বিয়ে-সংসার-সন্তানাদির ভাগ্য তার কেমন, সে বিষয়ে অযথা বিতর্কে ও আলোচনায় না গিয়ে কেবল বলা যায় 'নারী ভাগ্য' তার একেবারে মন্দ না। তবে এর জন্য খেসারতও তাকে কম কিছু দিতে হয়নি। তবে আপাতত তিনি নিরীহ-নির্বিবাদি রাজনীতিবিদের জীবন যাপন করছেন। সারাক্ষণ প্রাচীন বিবি রওশনের সাহচর্য ও দোয়া তসবির মতো সাথে রাখছেন। তার চিন্তা আর দুশ্চিন্তার সকল কারণ ও কার্যকারণ 'নারীগ্রহ' থেকে সরে এসে এখন নির্বাচন-রাজনীতি আর রাষ্ট্রক্ষমতাকে ঘিরেই আবর্তিত। মরার আগে একবার শেষবারের জন্য জ্বলে উঠতে চান এই সাবেক দাপুটে রাষ্ট্রপ্রধান। বলা যায়, এবার তিনি বেশ আগেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দলীয় প্রচারণায় ঢাকঢোল পিটিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। এরপর নিজের হাঁটুতে ভর করে শক্ত হাতে হাল ধরবেন না-কি অন্য কোনো পরিপাটি পাটাতনে স্যুটেড-বুটেড মহানায়কের মতো উঠে দাঁড়াবেন- সেটাই দেখবার বিষয়।

আনুমানিক বছরখানেক ধরে সংবাদের বিশেষ বিষয় হয়েছেন হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ। মহাজোট সরকারের সমালোচনা কিংবা জোট ছাড়বার আভাস-ইঙ্গিত দিয়ে তিনি প্রচারমাধ্যমের দৃষ্টি কাড়তে সমর্থ হয়েছেন। আর নিজের দলের জন্য চাঙ্গাকরণ কর্মসূচির বদৌলতেও তিনি আলোচনার টেবিলে খানিকটা জায়গা করে নিয়েছেন। সম্প্রতি এই মহানায়ক [রাজনীতির মাঠে-খলনায়ক নয় তো!] জনতার বায়োস্কোপে হাজির হয়েছেন নতুন সম্ভাবনা আর চমক-রহস্যের জাল নিয়ে। খবরে প্রকাশ, মহাপ্রতারক, স্বৈরশাসক ও মতবদলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রকৌশলি হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোট ছাড়ার 'খোলামেলা' ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন। আপাতত মনে হচ্ছে, আওয়ামীলীগের কাছে যা নেওয়ার তা পতিত শাসক এরশাদের পাওয়া হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন আগামী সরকারের মেয়াদে নিরাপদে ভ্রমণের [প্রমোদ ভ্রমণের সময় বুঝি ফুরিয়েছে!] নিশ্চয়তা। আর তার পীর সাহেবরা হয়তো আগাম জানান দিয়ে থাকবেন যে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা ডুবির আশঙ্কা দৃশ্যমান। অতএব 'ভাতে-ডালে বেঁচেথাকার কাঙাল বাঙালি' এরশাদের সামনে ধানের শীষ ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর দেখা যায় না। বিএনপি অনেক দলের সমন্বয়ে তৈরি করতে যাচ্ছে বৃহত্তর কোনো জোট- এ খবর এরশাদের তথিলে জমা পড়েছে নিশ্চয়। তো সাদা কথা হলো এখন সময় হয়েছে পরবর্তী নির্বাচনে বিএনপির কাছ থেকে পাবার তাগিদ ও প্রয়োজন। আরো কিছুকাল যদি বেঁচেবর্তে থাকেন তাহলে যেন লালঘরে না থেকে আলোবাতাসে ভর করে পৃথিবীময় ঘুরে যৎসামান্য হালকা ও রসময় ['এই শোনা যায় চমৎকার' ধরনের] কথাবাজি করতে পারেন, তবেই জীবনটা সফল হয় আর কি!

'সময়মতো জোট ছাড়ার ঘোষণা' কিংবা সময় হলেই অ্যাটাক' প্রভৃতি কথামালায় 'সময়' একটি আপেক্ষিক শব্দ। আসলে সাবেক সেনাশাসক বোধকরি 'সুসময়ের' অপেক্ষায় আছেন। তার মতে ক্ষমতায় বসার 'মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা'র সময় পেরিয়ে আমরা এখন পরিবর্তনের পালাবদলের প্রহরে আছি। আর পলাবদলের অনাগত কোনো অন্ধকার রাতে তিনি সম্ভবত সাবেকি সেনাকায়দা প্রয়োগ করতে চান। তার কথায় সে রকম ইঙ্গিতও স্পষ্ট। বলেছেন: 'আমি সৈনিক মানুষ, জানি কবে অ্যাটাক করা লাগে। অপেক্ষা করো। মুহূর্ত আসলে অ্যাটাক হবে।'- অবশ্য এরশাদের এধরনের কথাকে অনেকে আমলে নিতে নারাজ। কেননা, তার অতীতের মতবদল আর পাটতন পরিবর্তনের ইতিহাসটা অনেকের জানা আছে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁকে 'টলাতে পারবে না' বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন সাবেক এই স্বৈরশাসক। রুমানিয়ার স্বৈরশাসক জেনারেল চসেস্কু, ইরাকের সাদ্দাম, লিবিয়ার গাদ্দাফি সাজা ও শাস্তি পেলেও জেনারেল এরশাদ বহাল

তবিয়তে টিকে রয়েছেন– এটাই তার অমিত সাহসের ও দম্ভের প্রধান কারণ বলে মনে হয়। কে জানে কার কপালে কী লেখা থাকে! এরশাদের হয়তো রাশি ভালো!

আবার, এককভাবে রাষ্ট্রক্ষমতায় যাবার বাসনাও রয়েছে জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট এরশাদের। সরকারের ভেতরে থেকে, মহাজোটের সকল সুখ ও সুবিধা ভোগ করে মেয়াদ না ফুরোতেই চলে যাবার বাহানা তো আদতে ভালো কথা নয়! তাহলে কি সেনাশাসক এরশাদ 'সুঁই হয়ে ঢুকে কুড়াল হয়ে বেরুনো'র পথ খুঁজছেন? কী চান তিনি? সরকারের প্রতি তিনি প্রশ্ন ছুঁড়েছেন– 'কেন তিস্তা চুক্তি হলো না? এর কারণ কী? আপনাদের ব্যর্থতা কী ছিল?' তিস্তার ন্যায্য হিস্যা আদায়ের জন্য সকল রাজনৈতিক দলকে আন্দোলনে আসার জন্য আহ্বানও জানান জেনারেল এরশাদ। আমরা যারা বায়োস্কোপের সাধারণ ও নির্বোধ দর্শক তাদের কতিপয় সামান্য জিজ্ঞাসা হলো– জাতীয় পার্টি এবং এরশাদ কি মহাজোট কর্তৃক গঠিত সরকারের অংশীদারি নয়? ব্যর্থতার দায় কি তার এবং তার দলের ঘাড়েও কিছুটা বর্তায় না? তিনি কি অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে বাঁচতে চান?

দৃশ্যত মনে হচ্ছে, বিএনপির রোডমার্চের অনুকরণে জাতীয় পার্টি করছে লংমার্চ। টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে ২০১১ সালের ডিসেম্বরে সিলেট অভিমুখে লংমার্চ করেন এরশাদ। আর ২০১২ সালের মধ্য জানুয়ারিতে নীলফামারীর তিস্তা পানে চলেছে তার লংমার্চ ও গোটা আঠারো পথসভা। প্রকৃতপক্ষে এরশাদ ও জাতীয় পার্টির লক্ষ্য টিপাইমুখ কিংবা তিস্তা ব্যারেজ নয়– আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা। অগ্রিম মহড়ার এই থলের বিড়ালটি বেড়িয়ে পড়েছে ঢাকা টু নীলফামারী তিস্তা অভিমুখে লংমার্চের পথসভাসমুহের ভাষণমালায়। সর্বত্র তিনি ভোটারদের কাছে ভোট ও সমর্থন আশা করছেন। নির্বাচনী জয়ী হলে কী কী করবেন, তারও সম্ভাব্য তালিকা পেশ করছেন। পথসভায় সরকারের নানান ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন তিনি। বর্তমান সরকারের আমলে মানুষ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে বলে দাবিও করেন। তার মতে চারিদিকে অশান্তি আগুন ছড়িয়ে গেছে, এই আগুনের অভিশাপ থেকে রেহাই পেতে হলে ক্ষমতার পরিবর্তন দরকার। আর সে অনুযোগে তিনি অগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টিকে এককভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে যাবার সুযোগ তৈরি করে দেবার জন্য জনগণকে অনুরোধ করেন। ক্ষমতার পরিবর্তন হলে তিনি ঘরে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তার ৯ বছর শাসনকালকে বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করে বর্তমান সময়কে অনিশ্চয়তা, অভিশাপ আর ভয়াবহ ক্রান্তির কাল বলে অভিযোগ করেন।

আমাদের মনে হয় বর্তমানে চলমান ভয়ালক্রান্তি আর চরম ব্যর্থতার দায় যাদের তাদের কাতারের সবলোককে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। অতীতের স্বঘোষিত 'স্বর্ণযুগে'র র রূপকারদেরও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, শোষণ-অপশাসনের সুষ্ঠু বিচার করতে হবে। এককালে বিচারকের ভূমিকায় থাকা এইসব দাপুটে রাজনীতিকদের বিচার-অবিচারের বাছবিচার করে তার জন্য প্রাপ্য পুরস্কার বা তিরস্কারের ব্যবস্থা করাটা বোধকরি জরুরি হয়ে পড়েছে। আর 'চোরের মায়ের [না-কি স্বয়ং চোরের] বড়ো গলা'য় যোগ্য মালা কিংবা ঘন্টি ঝোলানোর দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের আজকের প্রজন্মের সচেতন সমাজকে।

ড. ফজলুল হক সৈকত, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, কবি-কথানির্মাতা-প্রাবন্ধিক; রেডিও সংবাদ পাঠক।
ই-মেইল: snue90@yahoo.com, fsaikat26@gmail.com, ফোন: ০১৮২৪৫১৬০৮৮

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন